এ যেন অনন্য নক্ষত্রের পতন – খুট করেই

কাইউম পারভেজ

দিন কয়েক হলো দেশ থেকে ফিরেছি। ভাবছিলাম তা নিয়ে একটু গপ্প করবো। লিখবো। যে মুহূর্তে লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই আহত হলাম ইন্টারনেটে খবরটি পেয়ে - হুমায়ূন ফরীদি আর নেই। মাত্র ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন বাংলার নাট্য জগতের এই অনন্য নক্ষত্র। কিংবদন্তি অভিনেতা হুমায়ুন ফরীদি ১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালে ধানমন্ডির নিজের বাসায় (কেউ বলছেন মেয়ের বাসায়) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

খবরটি পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে যে মুখটা ভেসে এলো তা আমাদের সিডনির নাট্যজন শাহীন শাহনেওয়াজের। শাহীনের খুব কাছের মানুষ হুমায়ূন ফরীদি। ফোন করলাম শাহীনকে। ফোন ধরেই শাহীন বললেন- শুনেছেন খবর? বললাম শুনেছি আর কোন কিছু ভাববার অবকাশ না পেয়েই আপনাকে ফোন করলাম। অশ্রুভেজা কণ্ঠে শাহীন বললেন - আমি সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণার কাছ থেকে ফোন পেয়ে জেনেছি। সুবর্ণা মুস্তাফা শাহীনের বন্ধু। শাহীনের গলা ধরে আসছিলো বেশী কথা বলতে পারেননি। তাঁর না বলা কথা থেকে বুঝে নিয়েছি শাহীন তাঁর স্বজন হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বজন হারিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। এমন কোন মানুষ কী আছে বাংলাদেশে যিনি হুমায়ূন ফরীদিকে চেনেন না, জানেন না? বিশ্ব ভালবাসা দিবসে তাঁর জানাজায়-দাফনে হাজার হাজার মানুষ অন্তরের ভালোবাসা শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছে। এঁদের অধিকাংশই ফরীদিকে কাছ থেকে দেখেননি। হাত বুক ছোঁয়নি। যতটুকু পাওয়া টিভি এবং সিনেমার পর্দায় নয়তো মঞ্চে। তবে কী পেয়েছেন তাঁরা? কেন এতো শোকার্ত মানুষের ঢল?

মানুষ তাঁর অভিনয়ের চরিত্রগুলোর মাঝে পেয়েছে তাদের আশেপাশের বিভিন্ন চেনা-অচেনা চরিত্রগুলোকে। কখনো ভালো মানুষের চরিত্র কখনো বা খল্। কখনো বা আদর্শবান কখনো বা কূটকীট। আবার কখনো বা রোমান্টিক নায়ক নয়তো জাঁদরেল ভিলেন। যে চরিত্রেই অভিনয় করেছেন কখনো কেউ বুঝতে পারেননি হুমায়ূন ফরীদি অভিনয় করছেন। মনে হচ্ছে তাঁদের পরিচিত কেউ। মনে করেছেন আরে এইতো আমাদের পাড়ার সেই বদমাইশ কান কাটা রমজানটা। এই যে চরিত্রগত গালি এটাও হুমায়ূন ফরীদি অভিনীত ধারাবাহিক নাটক 'সংশপ্তক'- এ তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের কল্যাণে পাওয়া।

গানের কণ্ঠস্বর যেমন কপি করা যায় (যেমন কেউ হেমন্তকে নয়তো লতাকে অনুকরণ করে গাইতে পারেন) তেমনি অভিনয়কেও কপি করা যায় বা অভিনেতা অভিনেত্রীকেও অনুকরণ করা যায়। এবং মানষ তা করেও। কিন্তু হুমায়ূন ফরীদিকে অনুকরণ করা যায় না। কারণ তাঁর তো একটাই ঢং বা বৈশিষ্ট্য ছিলো না। প্রতিটি নাটকে মঞ্চে সিনেমার চরিত্রে তিনি ভিন্ন ফরীদি। কোনটার সাথে কোনটার মিল নেই। তাইতো নাট্য জগতের সবাই এক বাক্যে বলেছেন ফরীদির তূলনা কেবল ফরীদির সাথেই। আর কারো সাথে ওর অভিনয়ের তূলনা সম্ভব নয়। ভাঙ্গনের শব্দ শুনি ধারাবাহিক সেই সাড়া জাগানো নাটকের সেরাজ তালুকদারের চরিত্রের কথা এখনো সবার মনে আছে নিশ্চয়ই? আর সেই বিখ্যাত সংলাপটি - আমি তো জমি কিনি না ফানি (পানি) কিনি। এবং এই বিখ্যাত সংলাপটি তিনি বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন যা দর্শকদের মনে দারুণভাবে দাগ কেটেছিলো।

ফরীদি তার কয়েক দশকের কর্মময় জীবনে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে শ্যামল ছায়া, জয়যাত্রা, আহা!, হুলিয়া, একাত্তরের যিশু, দহন, সন্ত্রাস, ব্যাচেলর প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য টিভি নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে নীল নকশার সন্ধানে, দূরবীন দিয়ে দেখুন, ভাঙনের শব্দ শুনি, ভবের হাট, শৃঙ্খল প্রভৃতি। ১৯৭৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নাট্য উৎসবে তিনি সবার নজর কাড়েন। এরপর যোগ দেন ঢাকা থিয়েটারে। তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চে আসে ঢাকা থিয়েটারের নাটক ভূত। ফরীদির অভিনীত মঞ্চ নাটকের মধ্যে শকুন্তলা, ফণীমনসা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল, মুনতাসীর ফ্যান্টাসী, ধূর্ত উই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনেছি মঞ্চে হুমায়ূন ফরীদির সবচে' প্রিয় চরিত্র ছিলো কীত্তনখোলার ছায়ারঞ্জন। আগে যাত্রার পালায় অভিনয় করার অভিজ্ঞতা ছিলো বলে তিনি সফলভাবে এটি ফুটিয়ে তোলেন। প্রসঙ্গতঃ বলি অনেক আগে বারউডের বৈশাখী মেলাতে আমরা একবার এই কীত্তনখোলা নাটকের অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করেছিলাম। তখন এই ছায়ারঞ্জনের ভুমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন শাহীন শাহনেওয়াজ।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শাহীন বলছিলেন ফরীদি ভাই অভিনয় করার আগে স্ক্রীপ্টে তাঁর ইচ্ছা এবং সুবিধামত সংলাপ কাটছাঁট বা সংজোযন করেন। এ স্বাধীনতা তাঁকে সবাই দিতে বাধ্য। নইলে কাজ করবেন না। এমন কী নাট্যগুরু সেলিম আল দীনও এ স্বাধীনতা তাঁকে দিতেন।

স্বাধীনচেতা বলেই স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসার পর প্রথমেই রাষ্ট্রীয়ভাবে এ মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। হাজারো শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ভাষা সৈনিক এবং চরমপত্রখ্যাত এমআর আখতার মুকুলের কবরের উত্তর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

আমার আর এক নাট্যজন বন্ধু মহীউদ্দিন শাহীন এক সময়ে এই সিডনির নাট্যমঞ্চ গুলো কাঁপিয়ে তুলতেন তাঁর নিপুণ অভিনয়ের ছোঁয়ায়। বর্তমানে আছেন কানাডায়। ফেইসবুকে মহীউদ্দিন শাহীন ফরীদির এই অসময়ের চলে যাওয়া নিয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমি উত্তরে লিখেছি মানুষটা খুব অশান্তিতে শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেন এখন তাঁকে শান্তি দেন।

সবার মত হুমায়ূন ফরীদি চলে গেছেন। যদিও আল্লাাহ তায়ালার বিধান তবু এতো শীঘ্রই কী তাঁর যাবার কথা ছিলো? মেনে নিতে কষ্ট হয়। থাকলে আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন। তবুও তাঁর মেধা মনন দক্ষতা নির্দেশনা নিয়ে নাট্যাঙ্গনে কাজ করলে এ অঙ্গন আরো উদ্ভাসিত হবে । এগিয়ে যাবে। তার দায়িত্ব মূলতঃ আমাদের নাট্য জনদের। এর মধ্যেই বেঁচে থাকবেন হুমায়ূন ফরীদি। শাহীন শাহনেওয়াজ, মহীউদ্দিন শাহীন, গোলম মুস্তাফা, জন মার্টিন, আশীষ বাবলু, মৌসুমী মার্টিনসহ আমাদের যত নাট্যজন কর্মীবন্ধু আছেন তাঁদের উপর এখন আরো দায়িত্ব বর্তে গেলো। নিশ্চয়ই তারা পারবেন। দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো বটেই।

হুমায়ূন ফরীদির একটি নিজস্ব উক্তি 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও"। করুনাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থণা তিনি যেন ফরীদিকে পরপারে শান্তিতে বাঁচতে দেন। তাঁর কোন অপরাধ থাকলে যেন ক্ষমা করে দেন।

তাঁর এই হুট করে চলে যাওয়াটা যেন সাংস্কৃতিক জগতের একটি অনন্য নক্ষত্রের পতন। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।